দ্য এনার্জি বাস

জন গর্ডন

অনুবাদ
এ. এস. এম. রাহাত

রুশদা প্রকাশ

ভূমিকা

আমার অনেকগুলো সেমিনারে আমি উপস্থিত লোকদেরকে দুইটা শর্ত দিয়ে থাকি। প্রথমে আমি তাদের বলি আশপাশের অপরিচিত এক দুজন মানুষের সাথে পরিচিত হতে। তারা পরিচয় পর্ব সেরে দুই একটা কথা বলে থেমে যান, একজন আরেকজনকে আর গুরুত্ব না দিয়ে নিজের মতো সময় কাটান। হাই হ্যালো পর্যন্তই সেই পরিচয় গড়ায় এবং এটাই স্বাভাবিক।

এরপর আমি আবার সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করে তাদের জানিয়ে দেই, এবার আবার আশপাশের মানুষদের সাথে পরিচিত হতে। এবারের শর্তটা থাকে এমনভাবে কথা বলতে হবে যেন পাশের মানুষটি তার পূর্বপরিচিত। যেন তাদের হারিয়ে যাওয়া কোনো একটা পুরনো বন্ধুকে ফেরত পেয়েছে এটা কল্পনা করে কথা আগিয়ে নেয়। দ্বিতীয় শর্তটি দেওয়ার পরপরই পুরো রুম কথায় গমগম করতে থাকে।

সবাই এত হাসিখুশি আর কথায় মেতে উঠে যে বোঝাই যায় না এরা কিছুক্ষণ আগে পরিচিত হয়েছে !

উপস্থিত শ্রোতামণ্ডলি বসে পড়লে আমি হাস্যরস নিয়ে তাদের উদ্দেশ্যে বলি, 'কেন আমি আপনাদের দুই ধরনের শর্ত দিয়ে কথা বলতে বলেছিলাম জানেন? ওহ জানাতে ভুলে গেছি -আমি কিন্তু ক্যালিফোর্নিয়া থেকে এসেছি।'

আমি শ্রোতাদের হাসিখুশি মুখটা স্বাভাবিক হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করি। এরপরই প্রশ্নের জবাবটা তুলে ধরি, 'ওই দুটি শর্ত দিয়ে মূলত পজেটিভ এনার্জির সক্ষমতা দেখাতে চেয়েছি।'

'একটা প্রতিষ্ঠানকে সুন্দরভাবে চালাতে গেলে, আপনাদের মাঝে সবার পূর্বে অন্যদের এনার্জিকে কৌশলের সাথে পরিচালনা করার সক্ষমতা থাকতে হবে এবং পাশাপাশি নিজের এনার্জির উপরেও যেন পরিপূর্ণ নিয়ন্ত্রণ থাকে তা নিশ্চিত করতে হবে।', একটু থেমে আমি বলি– 'আপনারা কি

বলতে পারেন আমার দেওয়া কোন শর্তটিতে সবচেয়ে বেশি এনার্জির দেখা পাওয়া গেছে? এক নাম্বার, নাকি দুই নাম্বার?'

অবশ্যই সবাই সমস্বরে জানিয়ে দেয়, 'দুই নাম্বার শর্তটিতে।'

'কক্ষের এই যে এনার্জির পরিবর্তন, এটি আমি কীভাবে করি?', আমি প্রথমে প্রশ্নটি উত্থাপন করলেও এর জবাবটাও আমার মুখ থেকেই আসে 'আমি শুধুমাত্র আপনাদের চিন্তাভাবনাকে নেগেটিভ থেকে পজেটিভের দিকে ধাবিত করেছি। এতেই দেখুন, পুরো কক্ষে পজেটিভ এনার্জির প্রভাব দশগুণ বেশি হয়ে গেছে।'

উপরে আমি যা বলেছি এর সাথে আমি জন গর্ডন এবং তার রচিত দ্য এনার্জি বাস বইয়ের একটা সংযোগ খুঁজে পাচ্ছি। প্রতিদিন সকালে ঘুম থেকে উঠেই আপনি আপনার পুরো দিনের পরিকল্পনা ঠিক করতে পারেন। আপনি পজেটিভ থিংকিং বা ইতিবাচক মনোভাব নিয়ে চলবেন নাকি নেগেটিভ থিংকিং নিয়ে চলবেন পুরোটাই নির্ভর করছে আপনার নিজের উপর। পজেটিভ থিংকিং আপনাকে সর্বদা শক্তি যোগাবে।

আপনি যদি আপনার পরিবার, আপনার ক্যারিয়ার, আপনার টিম এবং আপনার প্রতিষ্ঠানকে প্রাণবন্ত রাখতে চান তবে– 'দ্য এনার্জি বাস' বইটি পড়ার পরামর্শ রইল। আপনি যদি সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকেন যে সর্বদা পজেটিভ এনার্জি ছড়াবেন, তাহলে আপনার জন্য অবশ্যই জন গর্ডনের দেখানো পথ অনুসরণীয়।

জন গর্ডনকে ধন্যবাদ আমাদের উন্নতি এবং সমৃদ্ধির পথ প্রদর্শন করার জন্য।

"কেন ব্লানচার্ড"

সহযোগী লেখক- দ্য ওয়ান মিনিট ম্যানেজার এবং লিডিং এট আ হাইয়ার লেভেল।

সূচিপত্র

অধ্যায় ১	▲	পাংচার চাকা	৯
অধ্যায় ২	▲	সুসংবাদ এবং দুঃসংবাদ	১৫
অধ্যায় ৩	▲	লম্বা হাঁটা পথ	১৭
অধ্যায় ৪	▲	জর্জের ঘুম ভাঙল	১৯
অধ্যায় ৫	▲	বাসের মধ্যে জয় নেই	২১
অধ্যায় ৬	▲	নিয়মগুলো	২২
অধ্যায় ৭	▲	তুমিই তোমার বাসের চালক	২৬
অধ্যায় ৮	▲	এনার্জিই সবকিছু	৩০
অধ্যায় ৯	▲	জর্জ তার ভিশন উপস্থাপন করল	৩২
অধ্যায় ১০	▲	একাগ্রতা	৩৫
অধ্যায় ১১	▲	পজেটিভ এনার্জির শক্তি	৩৮
অধ্যায় ১২	▲	জর্জ যাত্রা আরম্ভ করল	৪৩
অধ্যায় ১৩	▲	একটি অসাধারণ গলফ শট	৪৪
অধ্যায় ১৪	▲	বাসের টিকেট	৪৬
অধ্যায় ১৫	▲	একটি লম্বা সপ্তাহ	৫০
অধ্যায় ১৬	▲	বাসের মধ্যে কে	৫১
অধ্যায় ১৭	▲	নেগেটিভিটিই প্রধান শত্রু	৫৩

অধ্যায় ১৮ ▲ এনার্জি ভাম্পায়ারদের গাড়িতে ওঠা নিষেধ ৫৬
অধ্যায় ১৯ ▲ পজেটিভিটির চূড়ান্ত সূত্র ৫৮
অধ্যায় ২০ ▲ জর্জ তার বাসের নিয়ন্ত্রণ নিতে সক্ষম হলো ৬১
অধ্যায় ২১ ▲ জর্জের সেই স্বপ্নটি ৬৬
অধ্যায় ২২ ▲ গতকালের চেয়ে আজকে উত্তম হও ৬৭
অধ্যায় ২৩ ▲ ভালো অনুভব হচ্ছে ৬৯
অধ্যায় ২৪ ▲ হৃদয় দিয়ে নেতৃত্ব দাও ৭১
অধ্যায় ২৫ ▲ চিফ এনার্জি অফিসার ৭৩
অধ্যায় ২৬ ▲ যাত্রীদের ভালোবাসো ৭৮
অধ্যায় ২৭ ▲ ভালোবাসার নিয়মগুলো ৮২
অধ্যায় ২৮ ▲ ভয় এবং বিশ্বাস ৮৫
অধ্যায় ২৯ ▲ পরবর্তী দিন ৮৮
অধ্যায় ৩০ ▲ পুরো দল অনুপ্রাণিত হলো ৯২
অধ্যায় ৩১ ▲ প্রেজেন্টেশনের দিন ৯৪
অধ্যায় ৩২ ▲ প্রজেন্টেশনটি ১০০
অধ্যায় ৩৩ ▲ জয় ১০৩
অধ্যায় ৩৪ ▲ বাসের মধ্যে অনেক মজা ১০৫

অধ্যায় ১

পাংচার চাকা

আজ সোমবার। জর্জ খেয়াল করে দেখেছে সোমবার তার জন্য কোনোভাবেই শুভ হয় না। কোনো না কোনো ক্যাচাল লেগেই থাকে। তার উপরে বেশ অনেকদিন ধরেই সমস্যা তাকে ছাড়ছে না। আজ একটা গুরুত্বপূর্ণ মিটিং আছে। সে মনে মনে ভাবছে, সবকিছু ঠিকঠাক গেলেই হয়।

বাসা থেকে বের হয়েই জর্জের মুখ কালো হয়ে গেল। তার প্রাইভেট কারের সামনের চাকা পাংচার হয়ে আছে! ঘটনার আকস্মিকতায় ওর মাথাটা ভনভন করে উঠল। এই মুহূর্তে এক মিনিট সময় নষ্ট করাও যে তার জন্য ক্ষতিকর।

'আজকেই ওটাকে নষ্ট হতে হলো?', গাড়িটাকে মনেমনে গালাগাল দিয়ে সে দ্রুত ছুটল তার প্রতিবেশী ডেবের বাসার দিকে। যদি কপাল ভালো হয় ডেবের সাথে দেখা হয়ে যেতেও পারে। ডেবের অফিস যেহেতু তার অফিসের পাশেই একটা ক্ষীণ আশা নিয়ে সে ওদিকেই ছুটল।

দ্বিতীয়বার হতাশা তাকে আলিঙ্গন করল! ডেব ইতোমধ্যে গাড়ি হাকিয়ে অফিসের উদ্দেশ্যে বের হয়ে গেছে।

বাড়ির দিকে ফিরতে ফিরতে সে ভাবছে, এমন কে আছে যে তাকে অফিসে পৌঁছে দিতে পারে? নিজের স্ত্রী ছাড়া আর কারো নামই তার মাথায় এল না।

জর্জ কোনোভাবেই চাচ্ছিল না সে নিজের স্ত্রীর কাছে লিফট চাইবে। কিন্তু উপায় তো নেই! তার উপরে তার স্ত্রী তাকে আগেই সতর্ক করে বলেছিল, "গাড়িতে একটা স্পেয়ার (বাড়তি) চাকা রেখ।"

'সবসময় মেয়েটাই সঠিক হয়!', দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল সে।

জর্জকে বাসায় ফিরতে দেখে তার ছেলে এবং মেয়ে দুইজনই চেঁচিয়ে উঠল, 'কী মজা ! বাবা ফিরে এসেছে! ওহ হো, বাবা ফিরে এসেছে।'

ছেলে মেয়েদের নিয়ে এখন মোটেও মজা মাস্তি করার সময় তার হাতে নেই। বাচ্চাগুলো তাকে মনে প্রাণে ভালোবাসে। ছেলেটা তো বলেই ফেলল, 'বাবা চলো না আজ বাস্কেটবল খেলি?'

জর্জ নিজের রাগ কিছুটা দমিয়ে নিয়ে বলল, 'না বাবা, এখন না।'

এখন জর্জের মাথায় একটাই চিন্তা, ফটাফট বউ থেকে গাড়িটা হস্তগত করে নিতে পারলেই কাজ সারা।

জর্জ নম্রভাবে বলল, 'শুনছ, আমার গাড়ির টায়ারটা পাংচার হয়ে গেছে। তোমার গাড়িটা আজকের জন্য আমাকে দাও, আমার গুরুত্বপূর্ণ একটা মিটিং আছে।'

তার বউ অবাক হয়ে জানতে চাইল, 'তোমার গাড়িতে তো একটা স্পেয়ার চাকা থাকার কথা।

স্পেয়ার চাকাটা কই?'

সে বলল, 'স্পেয়ার চাকা কিনব কিনব করে আর কেনাই হয়নি।'

'তা কিনবে কেন? বারবার বলেছি, গাড়িতে অন্তত একটা স্পেয়ার চাকা রাখো। আমার কথা কেন শুনবে তাই তো? আমার কথার তো কোনো দামই নেই !'

জর্জ নিজের হতাশা, রাগ আর ঢেকে রাখতে পারছে না। এরপরেও একটা বড় শ্বাস ফেলে সুন্দরভাবে বলল, 'এসব কথা পরে বলা যায় না? আমার একটা গুরুত্বপূর্ণ মিটিং পড়ে আছে। অনেক কাজ করার বাকি।'

তার বউও ছেড়ে কথা বলার মেয়ে না। সে জানে এখনই ছ্যাঁত করে উঠবে তার প্রিয়তমা স্ত্রী। ইদানীং পারিবারিক সম্পর্কও তাদের খুব একটা ভালো যাচ্ছে না। কথা কাটাকাটি নিয়মিত হচ্ছে।

স্ত্রীর চোখ বড় করা দেখেই সে বুঝে গেছে, এখনই মেয়েটা দুটো কথা শুনিয়ে দিবে।

তার স্ত্রী কড়া গলায় বলল, 'দুনিয়াতে শুধুমাত্র কাজ তোমার একারই আছে তাই না? ঘর সামলে আমাকে বাইরের দুনিয়াটাকেও সামলে নিতে হয়। বাচ্চাদের স্কুলে নামিয়ে দিয়েই আমাকে ছুটে যেতে হবে ডেন্টিস্টের (দন্ত চিকিৎসকের) কাছে। আমার অ্যাপয়েন্টমেন্ট নেওয়া আছে। এরপর পাপ্পিকে (ওদের পোষা কুকুর ছানা) নিয়ে পশু ডাক্তারের কাছে যাব।

তারপর গার্জিয়ানদের সাথে শিক্ষকদের একটা মিটিং আছে, ওখানেও আমাকেই উপস্থিত হতে হবে। আমার দ্বারা সম্ভব না।'

জর্জ আবার অনুরোধ করল, 'প্লিজ, দাও না।'

'না। এসব প্লিজ বলে চিড়ে ভিজবে না। আমার হাতে একদমই বকবক করার সময় নেই জর্জ। তুমি বরং আজকে বাসে করে যাও।'

'বাসে যাব?', শব্দটা মুখে নিতেই চমকে উঠল সে। শেষ কবে সে বাসে চড়েছে বলতে পারবে না।

তার কখনোই বাসের প্রয়োজন পড়েনি, বাসকে তার বিরক্তিকর যানবাহন মনে হয়।

ঘাম ওর কপাল বেয়ে চুইয়ে পড়ছে। জর্জ সকাল থেকে ভাবছিল যেভাবেই হোক আজকের দিনটা ভালো যাক, অথচ আজকের দিনটা আরও খারাপ দিন হতে যাচ্ছে।

জর্জ কিছুটা ঝাড়ির সুরে বলল, 'বাসে কে যায়?'

তার স্ত্রী পাল্টা জবাব দিল, 'বাসে তুমিই যাবে। মিস্টার জর্জ আজ বাসে যাচ্ছে। মাত্র এক মাইল হাঁটলেই বাস টার্মিনাল, দেরি করো না জর্জ।'

এরপর আর কোনো কথা বলার অর্থ হয় না। সময় খারাপ বলে তাকে সব অপমান হজম করে নিতে হচ্ছে। একরাশ হতাশা আর চাপা ক্ষোভ নিয়ে সে বাস টার্মিনালের দিকে হাঁটা দিল।

বাস নাম্বার ১১ জর্জের সামনে এসে দাঁড়াল। বাসের জন্য খুব একটা অপেক্ষা করতে হয়নি বলে মনেমনে অন্তত একটু প্রশান্তির ছোঁয়া পেল সে। ঝটপট বাসে উঠতেই চোখে পড়ল বাস ড্রাইভারের দিকে। একজন মহিলা বাসটি চালাচ্ছেন। জর্জ গিয়ে সামনের দিকে বসে পড়ল।

বাস চালিকা লুকিং গ্লাসের ভেতর দিয়ে তার দিকে একমনে তাকিয়ে আছেন আর হাসছেন। জর্জ একটু ঘাবড়ে গেল। সবকিছু ঠিকঠাক আছে তো? টিকিট কেটেই বাসে উঠেছে সে, স্পষ্ট মনে আছে তার। তাকে দেখে এই মহিলার এভাবে হাসার কোনো যৌক্তিক কারণ সে খুঁজে পাচ্ছে না। কী ভুল করে থাকতে পারে সে ?

মহিলা তাকে উদ্দেশ করে বললেন, 'আমার বাসে তোমাকে শুভেচ্ছা।'

এবার তার বিরক্তি এসে গেল। এই মহিলা কী চায়? এনার সাথে কথা বলতে তার একদমই মন চাচ্ছে না। সে মহিলাকে কোনো ধরনের পাত্তা দিল না।

ভদ্রমহিলা এবার জানতে চাইলেন, 'তুমি কোথায় নামবে?'

সে অবাক হয়ে বলল, 'আমি?'

সে কোথায় নামবে এটা ওই মহিলার জানার প্রয়োজন কী?

ভদ্রমহিলা উত্তরে বললেন, 'হ্যাঁ, তুমি। আমার বাসে আমি তোমাকে আগে কখনোই দেখিনি। আমার এই রুটের (যাত্রা পথের) সব যাত্রীকেই চেনা আছে।'

'আমি এনআরজি (NRG) কোম্পানিতে চাকরি করি। ওখানেই নামব।'

'শহরের প্রাণকেন্দ্রের ওই ভবনটা তোমাদের অফিস, ওই যে অনেক অনেক লাইটিং এ জাঁকজমকপূর্ণ থাকে ?', ভদ্রমহিলা প্রশ্ন করলেন।

'হ্যাঁ। আমাদের কোম্পানি বৈদ্যুতিক বাতি নিয়ে কাজ করে। আমরা বৈদ্যুতিক বাতি বানাই। ওটাই আমাদের অফিস।', অনাগ্রহ নিয়ে জবাব দিল জর্জ।

মেজাজ এমনিতেই চড়ে আছে, কোনো কিছুই জর্জের ভালো লাগছে না। সে চাচ্ছে এই মহিলা যাতে চুপচাপ গাড়ি চালায়।

মহিলা ফের কথা শুরু করলেন। বললেন, 'তোমার তো আমার বাসে আসার কথা ছিল না। তুমি কী কারণে বাসে করে অফিসে যাচ্ছ?'

'আমার গাড়ির চাকা পাংচার হয়ে গেছে।', বলল জর্জ, 'আমি বাস একদমই পছন্দ করি না। আমার হাতে আর কোনো বিকল্প নেই বলেই বাসে যাচ্ছি।'

মহিলা তার যথাযথ জবাব পেয়েছেন বলেই মনে হলো তার। তিনি আবার বললেন, 'আমার বাসটি কোনো সাধারণ বাস না। এই বাসে যারাই আসে, কোনো বিশেষ কারণ নিয়েই আসে। তুমিও যেমন আজকে আমার বাসে উঠেছ এর পেছনে অবশ্যই কোনো মহৎ কারণ রয়েছে যা তুমি জানো না। এনিওয়ে, আমার নাম জয়, তোমার নাম কী?'

"জর্জ।', মিনমিন করে জানাল সে।

মহিলার কথা শুনে একেবারে রাগ উঠে গেল তার। বলেন কী তিনি? জর্জের গাড়ির টায়ার পাংচার হয়ে গেছে এখানে মহৎ এর কী আছে? তাছাড়া তার আর বকর বকর করতে মন চাচ্ছে না।

ইতোমধ্যে সে লেটে চলছে। মহিলাটি কি মাতাল টাতাল হয়ে আছে নাকি? একজন মানুষকে চিনে না জানে না এত কথা কীসের? খিটখিটে মন

নিয়ে সে তার জীবনের দুর্বিষহ মুহূর্তগুলো চিন্তা করতে লাগল। গত এক দুই বছর ধরে তার জীবনে তেমন কোনো সুসংবাদ নেই, এমনকি শেষ কবে সে মন খুলে হেসেছে মনে নেই। জর্জের এই নরক জীবনের কতটুকুই জানেন জয় নামের এই মহিলা? একটুও না। তাহলে তার অবস্থা না জেনেই কেন এত কথা বলছেন তিনি? স্ত্রী, বাচ্চাকাচ্চা, অফিস, সহকর্মী, কাজের ডেডলাইন (সময়সীমা) এই সবগুলো বিষয় তাকে সর্বদা চাপের মাঝে রাখছে।

জীবন পুরো নরক বানিয়ে দিয়েছে।

জয় (বাস চালিকা) তার বাসে হরেক রকমের যাত্রীর দেখা পেয়েছেন। তিনি অভিজ্ঞতা থেকে দেখেছেন, সবাই কম বেশি নিজের জীবন নিয়ে অভিযোগ করেছে। সবার একটাই প্রশ্ন ছিল, আমার সাথেই কেন এমনটা হয়েছে?

তিনি এখন মুখ দেখলেই বুঝে নিতে পারেন কে কে তার বর্তমান অবস্থান নিয়ে খুশি না। এসব হতাশ মানুষদের জন্য জয় তার বাসকে উন্মুক্ত করে দিয়েছেন। তার একটাই চিন্তা হতাশ মানুষদের তিনি খুঁটি হবেন, তাদের জন্য পজেটিভ এনার্জির যোগান দিবেন।

তার এই বাসটিকে তিনি একটি এনার্জি বাস হিসেবে কল্পনা করেন। এই মুহূর্তে তার মনে হচ্ছে জর্জের জীবনে পজেটিভ এনার্জির ভীষণ প্রয়োজন।

জয় বললেন, 'জর্জ, তুমি হয়তো জানো না আমার এই বাসে কেউই কারণ ছাড়া ওঠে না।'

'আমার গাড়ির চাকা পাংচার হয়েছে এটাই আপনার গাড়িতে ওঠার একমাত্র কারণ আমি আবারও বলছি।', জর্জ প্রচণ্ড বিরক্তি নিয়ে ব্যাখ্যা করল।

'চারদিকে একবার তাকিয়ে দেখ জর্জ। সবকিছুই কোনো না কোনো যৌক্তিক কারণেই ঘটে। আমাদের জীবনে যত খারাপ কিছুই আসুক না কেন, আমাদের ওসব থেকে শিক্ষা নিয়ে সামনে এগিয়ে যাওয়া উচিত।', বলে একটু থামলেন জয় 'নাটক সিনেমায় হতাশ মানুষকে মানায়, কিন্তু বাস্তব জীবনে না। আমি কখনোই আমার সামনে কোনো হতাশ মানুষকে দেখতে চাই না। আমি এখন তোমাকে উদ্দেশ্য করে একটা কথা বলছি, তোমার চেহারা দেখে আমার মনে হচ্ছে তুমি সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারনি। তোমার সিদ্ধান্তে ভুল হচ্ছে। আমার পরামর্শ থাকবে চিন্তাভাবনা করে সঠিক সিদ্ধান্ত নাও।'

এমন সময়ে জর্জের গন্তব্য চলে এসেছে। সে দ্রুত বাস থেকে নেমে পড়ল। তার জন্য মিটিং থেমে আছে, এত গুরুত্বপূর্ণ মিটিঙে সে লেট! অথচ কাজে লেট করা একদমই অপছন্দ তার।

জর্জকে নামিয়ে দিয়ে জয় তার বাসটি আবার সাঁই সাঁই করে পরবর্তী গন্তব্যের দিকে হাকিয়ে নিয়ে গেলেন। অনেক বছর আগে জয় নিজেও তার জীবন নিয়ে অনেক অভিযোগ করতেন। সর্বদা তার মেজাজ খিটখিটে থাকত, ক্লান্ত এবং নেগেটিভিটি দিয়ে ভরপুর ছিল তার ভাণ্ডার। অথচ এখন তিনি মানুষকে পজেটিভ এনার্জি বিলিয়ে বেড়াচ্ছেন। এটাই বুঝি তার সফলতা।

অধ্যায় ২

সুসংবাদ এবং দুঃসংবাদ

বিকেলের দিকে জর্জ তার পাংচার গাড়িটা নিয়ে একটা গ্যারেজে গেল। গ্যারেজে গাড়ির অপেক্ষায় কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতেই তার অসহ্য লেগে উঠল, সাধারণ একটা পাংচার টায়ার ঠিক করতে এতক্ষণ সময় লাগে?

যেকোনো সিরিয়ালে ধৈর্য্য নিয়ে দাঁড়ানোর মতো বিরক্তিকর এবং বিড়ম্বনার কাজ জর্জের কাছে দ্বিতীয়টি নেই। সিনেমা হলে, ট্রাফিক জ্যামে, কিংবা মুদি দোকানের সামনে লাইনে দাঁড়াতে হলে সেটাকে তার সময়ের অপচয় মনে হয়।

এক কাস্টমার কিছু একটা ভুল করেছে যার বদৌলতে ম্যানেজার তাকে সেটা থেকে উদ্ধারের পায়তারা করছে। এদিকে জর্জের কাছে মনে হচ্ছে পুরো দুনিয়াই তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত !

হুট করেই গ্যারেজের এক টেকনিশিয়ান তার কাছে ছুটে এল, 'স্যার আপনার জন্য একটা সুসংবাদ আছে এবং একই সাথে একটা দুঃসংবাদও আছে।'

জর্জ বিরক্ত হলো। এত ভনিতা করার কী আছে ? সে বলল, "বলে ফেলুন।"

ছেলেটা একটু থেমে জানাল, 'গুড নিউজটা হচ্ছে আপনার গাড়িটা সম্ভাব্য একটি দুর্ঘটনা থেকে অল্পের জন্য রক্ষা পেয়েছে।'

জর্জ অবাক হয়ে বলল, 'একটা চাকা পাংচার হয়ে গেছে মানলাম, তাই বলে এতে গাড়ি দুর্ঘটনায় পড়তে যাবে কেন? আর এটা কীভাবে গুড নিউজ হয়?' রাগে চেঁচিয়ে উঠল জর্জ।

'স্যার, পাংচার চাকার কারণেই আপনি গাড়ি চালাতে পারেননি। গাড়িটা যদি রাস্তায় চলতো বড় দুর্ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা ছিল। মূলত আমি

চাকা ঠিক করতে গিয়ে গাড়ির বডিতে একটা লেখা দেখি, ওখানে প্রস্তুতকারক কোম্পানি থেকে ব্রেকিং সিস্টেম চেক করার একটা সময়সীমা দেওয়া ছিল। সময়টি যেহেতু অতিবাহিত হয়েছে আমি ব্রেকিং সিস্টেমটা একবার চেক করেছি। আপনার গাড়ির ব্রেকিং সিস্টেম পুরো নষ্ট হয়ে গেছে। ভাগ্যিস আপনি এই অবস্থায় বের হননি।', একেবারে বিজয়ীর ভঙ্গিতে জানাল টেকনিশিয়ান ছেলেটা।

ব্রেকিং সিস্টেম চেক করার সময়সীমার ওই লেখাটা জর্জের চোখে অনেক আগেই পড়েছিল। সে ভেবেছিল এটা কোম্পানির সস্তা মার্কেটিং পলিসি ছাড়া আর কিছুই নয়!

ভালো সংবাদটা শুনেই জর্জ পুরো থ খেয়ে গেছে। এটা কোনোভাবেই তার জন্য ভালো সংবাদ হতে পারে না। গাড়িটা যত তাড়াতাড়ি বাসায় নিতে পারবে তত তাড়াতাড়ি সে নিশ্চিন্ত হয়!

জর্জ বলল, 'গাড়িটা কখন বাসায় নিতে পারব?'

টেকনিশিয়ান জানাল, 'স্যার দুই সপ্তাহ সময় লাগবে। প্রয়োজনীয় পার্টসগুলো আনতে পাঠিয়েছি।

ওগুলো এলেই কাজ শুরু করতে হবে। আপনাকে এই সময়টা দিতেই হবে।'

জর্জের মুখ থেকে আরেকটা দীর্ঘশ্বাস বের হয়ে আসল!

অধ্যায় ৩

লম্বা হাঁটা পথ

গ্যারেজ থেকে বাসার দূরত্ব কল্পনা করে জর্জ একটু থমকে দাঁড়াল। এতদূর থেকে বাসায় ফিরতে তার উচিত স্ত্রীকে কল দিয়ে, তাকে এসে গাড়ি দিয়ে নিয়ে যেতে বলা। দাঁতে দাঁত চেপে জর্জ নিজেকে বলল, 'আমি এই গ্যারেজ থেকে পুরো পথ হেঁটেই যাব। এত অপমানের পর ওর গাড়িতে যাওয়ার কোনো মানেই হয় না।'

জর্জ সত্যিই হাঁটা শুরু করল। এক মাইল, দুই মাইল বা এর চেয়েও বেশি, তার বাসা যতদূরই হোক, সে হেঁটেই যাবে বলে সিদ্ধান্ত নিল।

তার জীবন তো এমন ছিল না। ছেলেবেলা থেকে বড়বেলা সব স্মৃতি তার মনের আকাশে উঁকি দিচ্ছে। বুকের ভেতর কেমন জানি চিনচিন করছে। সে কাউকে বোঝাতে পারছে না, তার সাথে কী কী হয়ে যাচ্ছে।

জর্জের স্ত্রী তাকে শেষবারের মতো আল্টিমেটাম দিয়ে রেখেছে, 'জর্জ তুমি যদি নিজেকে পরিবর্তন না করতে পারো, আমি আর তোমার সাথে থাকতে পারব না। আমি জানি তোমাকে ছেড়ে যেতে আমার কষ্ট হবে, কিন্তু যত কষ্টই হোক আমি তা করব। তুমি এতটা নেগেটিভ মনমানসিকতা লালন করো যে আমাদের পুরো পরিবার এর ভুক্তভোগী।'

জর্জের ভেতরটা নড়েচড়ে উঠল। মেয়েটা যদি সত্যিই তাকে ছেড়ে অন্য কাউকে জীবন সঙ্গী হিসেবে বেছে নেয়, তার কী হবে? সে যে তাকে এত ভালোবাসে, তার ভালোবাসার দাম কি দুই পয়সাও নেই?

তার স্ত্রীও তাকে প্রচণ্ড ভালোবাসে সে জানে। তারপরও তাদের সবকিছু এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে।

সবচেয়ে বড় প্রশ্ন হচ্ছে, তাদের ছোট্ট জোনেসেস আর স্মিথের কী হবে?

জর্জ একবার আকাশ পানে চাইল, বিড়বিড় করে সৃষ্টিকর্তার কাছে অভিযোগ করতে থাকল। একটা সময় ছিল সে যা চাইত তাই পেত।

যেকোনো কাজে সবাই তার বুদ্ধিমত্তার প্রশংসা করত, চাকরিতেও সে ছিল উদীয়মান নক্ষত্রের মতো। যেখানেই হাত দিয়েছে সফলতা তাকে আলিঙ্গন করেছে। অথচ এখন জর্জ যেখানেই হাত দিচ্ছে ব্যর্থতা তাকে চেপে ধরছে। অফিস থেকে তাকে সতর্ক করে দিয়েছে, এবার ভালো কিছু না হলে তার চাকরিটা আর থাকবে না। এরচেয়ে খারাপ আর কী হতে পারে? গত রাতে সে ঘুমানোর পূর্বে স্রষ্টার কাছে চাইল তার জীবন থেকে যেন সব সমস্যা দূর হয়ে যায়, অথচ সকালে সে তার টায়ার পাংচার অবস্থায় পেল, আরেকটি বাড়তি সমস্যা! বাচ্চাদের কথা তার বারবার মনে হচ্ছে। সন্ধ্যায় ওদের পড়াতে বসা জর্জের অনেক পছন্দের কাজ।

বাচ্চা দুটোও তার সেই সঙ্গ পাওয়ার জন্য মুখিয়ে থাকে। এসব ভাবতে ভাবতেই আরেকটা দীর্ঘশ্বাস বের হলো তার মুখ দিয়ে, হাহ!

সে অবচেতন মনে বাসার দিকে হাঁটছে। চাঁদের আলো চারদিক আলোকিত করে রেখেছে। এই অপরূপ দৃশ্য জর্জের মনে বিন্দুমাত্র প্রশান্তি আনতে পারছে না। জর্জ হাঁটছে আর ভাবছে, হুট করে সব পরিস্থিতি বদলে যাক। তার জীবনের ব্যর্থতা সব দূর হয়ে যাক। সে গভীর আশা নিয়ে হাঁটছে, তার বারবার মনে হচ্ছে যেকোনো ভাবেই হোক তার জন্য কেউ একজন এসে সঠিক নির্দেশনা দেবেন। সে জানে না, কে নির্দেশনা দিবে, তবে দিক এটাই চায় জর্জ।

অধ্যায় ৪

জর্জের ঘুম ভাঙল

পরদিন সকালে ঘুম থেকে উঠেই জর্জ নিজের মাঝে হতাশার অস্তিত্ব টের পেল। সে অনেক বেশি মানসিক অশান্তির মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। এই চাপ কোনোভাবেই নিতে পারছে না। সবকিছু ভাবতেই তার কপালে ঘাম জমে গেল। সে জানে আজকেও তার প্রাইভেট কারটি নেই। সুতরাং আজকেও তাকে বাসেই যেতে হবে।

'তুমি চাইলে আমি তোমাকে আজকে তোমার অফিসে ড্রপ করতে পারি।', তার স্ত্রী তাকে বলল, 'আজকে আমার হাতে তেমন কোনো কাজ নেই। যথেষ্ট ফ্রি সময় আছে।'

জর্জ একটু মুচকি হাসল। তারপর আস্তে করে বলল, 'তার আর প্রয়োজন হবে না। বাস যাত্রাকে আমি যতটা বিরক্তিকর ভেবেছিলাম ওটা ততটাও মন্দ না। বাসের সবই ভালো শুধুমাত্র ওই মহিলা ড্রাইভারটা ছাড়া।'

'কোন মহিলা ড্রাইভারটা?'

'সে অনেক লম্বা কাহিনি। আরেকদিন বলব।', জর্জ বাসের ওসব কথা আর বলতে আগ্রহী হলো না। বাস যাত্রার সেই কথাগুলো জর্জকে যথেষ্ট পীড়া দিচ্ছিল। জয় নামের সেই মহিলা বলেন কি না, 'তোমার সিদ্ধান্তে ভুল হচ্ছে। আমার পরামর্শ থাকবে চিন্তাভাবনা করে সঠিক সিদ্ধান্ত নাও।'

চিন্তাভাবনা করে সিদ্ধান্ত নিব কি নিব না তা বলার এই মহিলা কে?, মনেমনে মিনমিন করল সে। সকালের নাস্তা সেরে জর্জ যখন আয়নার সামনে দাঁড়াল, তার নিজের কাছেই নিজেকে অচেনা মনে হচ্ছে! যেন আয়নার জর্জ বর্তমান জর্জকে উদ্দেশ্য করে জানাচ্ছে, 'জর্জ, সেই বাস ড্রাইভার ভদ্রমহিলা তোমাকে উদ্দেশ্য করেই কথাগুলো বলেছেন। কেননা